ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৬

ধারণাপত্র

প্রতি বছর ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পালিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এর প্রতিপাদ্য 'ডায়াবেটিস প্রতিরোধ' (Beat Diabetes)। প্রতিবারের মতো এবারও বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একাত্মতা পোষণ করে ৭ এপ্রিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৬ উদযাপন করছে। এবারের স্বাস্থ্য দিবসে পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা বিবেচনায় ডায়াবেটিস ও এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য জটিলতা ও এর ফলাফল, প্রতিরোধ এবং এ বিষয়ক নজরদারি বৃদ্ধির বিষয় গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। এ দিবসের মধ্য দিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ, সাধ্যমত কায়িক শ্রম ও ব্যায়াম, ওষুধ এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে।

আইন ও নীতিগত পদক্ষেপ:

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। যেকোন দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সেই রাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্বগুলোর একটি। তাই জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র তৃতীয় লক্ষ্যটি হল-স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করা এবং সব বয়সী মানুষের জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রণোদনা প্রদান। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এবং ১৮(১) এ চিকিৎসা সেবা এবং জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-তেও স্বাস্থ্যকে মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর কর্মকৌশল (৩৩) এ ডায়াবেটিসসহ সকল অসংক্রামক রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও জীবনধারা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন:

বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে, যেমন- শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাস, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বিস্তার, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নমুখী মৃত্যু প্রবণতা, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, ইত্যাদি। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তৃণমূল পর্যায়ে দেশ জুড়ে কমিউনিটি ক্লিনিক কাজ করছে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সাফল্যের স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকেও। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রিম লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় এবং অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ শিশু মৃত্যু হার হ্রাসকরণে ২০১০ সালে এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের জন্য ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড', টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য GAVI পুরস্কার ইত্যাদি অর্জন করেছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন সেক্টর প্রোগ্রাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।[১] এত সাফল্য স্বত্ত্বেও এখনও স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের নানা চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

[১] বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৪-২০১৫), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ৫।

স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন ও টিআইবি'র কার্যক্রম:

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজমান নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির কারণে জনগণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, হয় নানা হয়রানির শিকার। তাই প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অন্যতম পূর্বশর্ত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জনগুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য খাতের পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে দেশব্যাপী ৪৫টি এলাকায় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যে খাত ভিত্তিক এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম (ডায়গনস্টিক স্টাডি, সিটিজেন'স রিপোর্ট কার্ড, বেইজ লাইন জরিপ ইত্যাদি) পরিচালনা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের সহায়ক হিসেবে কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত সভা, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়াও প্রতিবছর ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা/সেমিনার ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে নানা ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্যখাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন গবেষণার[২] তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি উত্থাপিত সুপারিশের আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন:-

- জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে ও স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তিতে নাগরিক সনদ, তথ্য বোর্ড, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।
- কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি পরিবীক্ষণ করতে 'হ্যালো ডাক্তার' কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মাসে অন্ততঃ দু'দিন আকস্মিকভাবে ল্যান্ড টেলিফোনের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসকদের উপস্থিতি পরিবীক্ষণ করবেন, এবং
- ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০১৬ ও টিআইবি: এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে টিআইবি বাংলাদেশে শক্তিশালী ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এ খাতে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়-

- জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
- নিবন্ধিত ডাক্তারদের চেম্বার ও বেসরকারি ক্লিনিক পরিদর্শন করার সময়সীমা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- চিকিৎসাসেবা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে নিম্নলিখিত সংশোধন করতে হবে:
  - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আইন লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
  - প্রদত্ত সেবা ও প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শ প্রদানকারী চিকিৎসকের মান ও যোগ্যতা অনুযায়ী পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত করতে হবে, এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর এটি হালনাগাদ করার বিধান রাখতে হবে।
- চিকিৎসকের অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হাসপাতালগুলোতে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।
- জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে হবে। সিভিল সার্জন, ডেপুটি সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, ইউএইচএফপিও, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, অ্যানেসথেটিস্ট, সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রভৃতি শূন্যপদ পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

---

[২] স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়,
http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/es_health_11-6-14_bn.pdf

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়,
http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/es_dmch_bn_071013.pdf

- সেবার মানোন্নয়নে সেবা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ ও অন্যান্য মতামত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাগ্রহীতাদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য:
  - বসবাসের উপযোগী আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
  - প্রত্যন্ত এলাকার জন্য এবং ছুটিকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ভাতা দিতে হবে।
- নারী ও পুরুষভেদে বিভিন্ন সেবার নির্দেশ চিহ্ন (টিকিট ও ওষুধ কাউন্টার, ওয়ার্ডের নাম, ব্রেষ্টফিডিং কর্নারের অবস্থান) দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।
- দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- উপজেলা/জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত পৃথক টয়লেট এবং বিদ্যমান টয়লেটগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে:
  - তালিকাভূক্ত ওষুধের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা।
  - সেবা প্রদানকারীর নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
  - প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো, সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
  - তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা।

উপসংহার: একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের জন্য সুস্থ্য মানব সম্পদ অপরিহার্য। বিশ্বব্যাপী সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণ স্বাস্থ্য সেবা খাতে সুশাসনের অভাব ও অসচেতনতা। তাই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই অর্জিত হবে টেকসই উন্নয়ন আর কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২- ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২ ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০১৬